প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

IPDC FINANCE | প্রথম আলো

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠার পথে শিক্ষকেরা আমাদের জীবনে রাখেন অসামান্য ভূমিকা। জ্ঞানের আলো ছড়ানোর পাশাপাশি তাঁরাই আমাদের শেখান নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানবিকতা।

এই গুরুজনদের মধ্যেও কিছু শিক্ষক থেকে যান আমাদের হৃদয়ের একেবারে কাছাকাছি—তাঁদের পাঠদানের ধরন, স্নেহ-ভালোবাসা, আদর্শ ও দিকনির্দেশনা আমাদের মনে গভীর দাগ কাটে। তাঁরা হয়ে ওঠেন আমাদের 'প্রিয় শিক্ষক', যাঁদের আদর্শ আজও আমাদের পথচলার অনুপ্রেরণা।

আবার অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁরা তাঁদের জীবন দিয়ে হলেও শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দেন, বাঁচাতে আসেন। এমন তিনজন মহীয়সী শিক্ষক সম্প্রতি মাইলস্টোন কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে গিয়ে নিজেরা শহীদ হয়েছেন। তাঁদের প্রতি রইল অশেষ শ্রদ্ধা।

দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এমন অনন্য শিক্ষকদের সম্মানিত করার জন্যই আয়োজিত হয়েছে 'আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫'। শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই উদ্যোগে আপনাকে জানাই আন্তরিক স্বাগত।

IPDC FINANCE | প্রথম আলো

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

সম্মানিত জুরিবোর্ড ২০২৫

সভাপতি

অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান
উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

সদস্য

মো. আসাদুল কবির
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক,
কাড়াপাড়া শরৎচন্দ্র
মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
বাগেরহাট
(২০১৯ সালে প্রিয় শিক্ষক
সম্মাননাপ্রাপ্ত)

ফ্লোরেন্স গমেজ
অধ্যক্ষ, ওয়াইডাব্লিউসিএ
উচ্চমাধ্যমিক বালিকা
বিদ্যালয়, ঢাকা

**ড. আবু ছালেহ মোহাম্মদ
ওয়াদুদুর রহমান**
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বেগম রোকেয়া
বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

ড. তাহমিনা ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক,
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

মরণোত্তর সম্মাননা ২০২৫

মাহেরীন চৌধুরী
শিক্ষক
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাহফুজা খাতুন
শিক্ষক
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাসুকা বেগম
শিক্ষক
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

সম্মাননাপ্রাপ্ত প্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী ২০২৫

আজমীরা খানম
সিনিয়র শিক্ষক
বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

জগদীশ চন্দ্র রায়
প্রধান শিক্ষক
সুব্রত খাজাঞ্চী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর

পারভীন আক্তার
সাবেক প্রধান শিক্ষক
গভ. মডেল গার্লস হাইস্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মো. আলাউদ্দিন
প্রধান শিক্ষক
আলিনগর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোছা. শাহানাজ পারভীন
প্রধান শিক্ষক
পৌর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ঝিনাইদহ

রনজিৎ চন্দ্র দাশ
অধ্যক্ষ
গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ইকবালনগর, লাকসাম, কুমিল্লা

শেখ মনিরুজ্জামান
প্রধান শিক্ষক
মোবাইদুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কচুয়া, বাগেরহাট

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

মরণোত্তর সম্মাননা

মাহেরীন চৌধুরী

(৬ জুন ১৯৭৯—২১ জুলাই ২০২৫)
শিক্ষক
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক মাহেরীন চৌধুরী ছিলেন এমন এক আলোকবর্তিকা, যিনি শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে জ্বালিয়ে গেছেন ভালোবাসা আর জ্ঞানের দীপ্তি। শ্রেণিকক্ষে তাঁর প্রতিটি উপস্থিতি ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য আশার আলো, পথচলার প্রেরণা। আন্তরিকতা ও মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সহকর্মী সবার হৃদয়ে অম্লান হয়ে আছেন।

২০০৭ সালের ১১ জুন মাহেরীন চৌধুরী মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যোগ দেন। পরে দীর্ঘদিন তিনি সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শিক্ষাদানপদ্ধতি ছিল আধুনিক ও প্রাণবন্ত। পাশাপাশি মানবিক গুণাবলি ও ব্যক্তিত্বের জন্যও তিনি সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের কাছে ছিলেন অনন্য।

মাহেরীন চৌধুরীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা একটি স্নেহময় পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন মৃত মোহিতুর রহমান চৌধুরী এবং মা ছিলেন মৃত সাবেরা চৌধুরী। চার ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। তাঁর দুই ভাই—মারুফ মুজিব চৌধুরী ও মুনাফ মুজিব চৌধুরী এবং একমাত্র বোন মেহেতাজ চৌধুরী। তাঁর স্বামী মো. মনসুর হেলাল। তাঁদের দুই সন্তান—প্রথম সন্তান আয়ান রশিদ মিয়াদ এবং দ্বিতীয় সন্তান আদিল রশিদ মাহিব।

মাহেরীন চৌধুরী এসএসসি (১৯৯৫) বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা থেকে এবং এইচএসসি (১৯৯৭) বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও থেকে সম্পন্ন করার পর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ (১৯৯৯) এবং মানারাত ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ (২০০৬) সম্পন্ন করেন।

মাহেরীন চৌধুরীর শিকড় নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার বুগলাগাড়ি গ্রামে। তবে কর্মসূত্রে তিনি সপরিবার উত্তরা ১৩ নম্বর সেক্টরে বাস করতেন।

২০২৫ সালে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিমান দুর্ঘটনায় এই নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের অকালপ্রয়াণ শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষার্থীদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর শিক্ষা, অবদান ও মমত্ববোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে 'আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫'-এ মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা জানাই।

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

মরণোত্তর সম্মাননা

মাহফুজা খাতুন

(১ জানুয়ারি ১৯৮০—১৪ আগস্ট ২০২৫)
শিক্ষক
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাহফুজা খাতুন ছিলেন এক অনন্য শিক্ষক। তিনি শিক্ষকতাকে কখনোই একটি পেশা হিসেবে দেখেননি, বরং এটি ছিল তাঁর জীবনের ব্রত, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ। তিনি ছিলেন এমন একজন শিক্ষক, যাঁর প্রতিটি পাঠ ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য এক আশ্রয় ও আশ্বাস।

ঢাকার বাউনিয়ায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা মাহফুজা খাতুনের। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি অধ্যবসায়ী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। ১৯৯৪ সালে বালুরঘাট উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ১৯৯৮ সালে বিএএফ শাহীন কলেজ (কুর্মিটোলা) থেকে এইচএসসি এবং ২০০১ ও ২০০৩ সালে যথাক্রমে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন সরকারি তিতুমীর কলেজ থেকে। পরে ২০০৬ সালে আইডিয়াল ল কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

২০০৬ সালেই মাহফুজা খাতুন মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন। শুরু থেকেই তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যেভাবে যত্নশীল মনোভাব ও গভীর মমতা দেখিয়ে গেছেন, তাতে তিনি অল্প সময়েই হয়ে উঠেছিলেন শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাভাজন আর সহকর্মীদের প্রিয়জন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণ্ডি ছাড়িয়ে, ব্যক্তিজীবনেও মাহফুজা খাতুন ছিলেন এক নিখুঁত মানবিক রূপ—আদর্শ স্ত্রী, স্নেহময়ী মা আর ভালোবাসায় ভরপুর একটি পারিবারের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর স্বামী মৃত ওমর আলী ও একমাত্র কন্যা আয়শা সিদ্দিকা ওশিন ছিলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয় ও অনুপ্রেরণা।

ভাইবোনদের মধ্যে মাহফুজা খাতুন ছিলেন তৃতীয়। তাঁর ভাইবোনেরা হলেন মুর্শিদা খাতুন, লুৎফুর নাহার, খাদিজা খাতুন ও মো. এ বি সিদ্দিক।

২০২৫ সালে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিমান দুর্ঘটনায় এই নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের অকালপ্রয়াণ শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষার্থীদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর শিক্ষা, অবদান ও মমত্ববোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে 'আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫'-এ মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা জানাই।

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

মরণোত্তর সম্মাননা

মাসুকা বেগম

(২ জানুয়ারি ১৯৮৫—২২ জুলাই ২০২৫)
শিক্ষক
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক মাসুকা বেগম ছিলেন এক নিরহংকার ও উদার মনের মানুষ, যিনি শিক্ষাকে দেখেছিলেন আলোর মতো—যা ছড়িয়ে দিতে হয় নিঃস্বার্থভাবে। শিশুদের মধ্যে সেই আলোর বার্তা পৌঁছে দিতে তিনি আজীবন আন্তরিক ছিলেন। তাঁর প্রতিটি পাঠ ছিল ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও মমতায় পূর্ণ। তাঁর উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল আশার উৎস আর সহকর্মীদের কাছে এক শ্রদ্ধার নাম।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পূর্ব মেড্ডায় জন্মগ্রহণ করেন মাসুকা বেগম। ২০০১ সালে গভ. মডেল হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ২০০৩ সালে সরকারি মহিলা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এইচএসসি পাস করেন। এরপর ২০০৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতক এবং ২০০৮ সালে ইডেন মহিলা কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর করেন। শিক্ষাদানে আরও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০২৫ সালে বিএড সম্পন্ন করেন।

তিনি মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রাইমারি সেকশনের ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অল্প সময়েই কোমল আচরণ, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার মাধ্যমে হয়ে ওঠেন সবার প্রিয়।

ব্যক্তিজীবনে অবিবাহিত মাসুকা বেগম ছিলেন পরিবারের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল। বাবা সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী, প্রয়াত মা সমীরণ বেগম, ভাই কাউসার আহমেদ চৌধুরী ও বোন পাপড়ি রহমান ছিলেন তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২০২৫ সালে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিমান দুর্ঘটনায় এই নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের অকালপ্রয়াণ শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষার্থীদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর শিক্ষা, অবদান ও মমত্ববোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে 'আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫'-এ মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা জানাই।

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

আজমীরা খানম
সিনিয়র শিক্ষক
বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়
গোপালগঞ্জ

শুধু পড়াতেন না, জীবন গড়তেও বড় ভূমিকা রেখেছেন

শিক্ষক শব্দটি উচ্চারণ করলে যে চিত্রটি চোখে ভেসে ওঠে, তা হলো জ্ঞান বিতরণকারী বা পথপ্রদর্শক। কিন্তু কিছু শিক্ষক আছেন, যাঁরা শুধু পাঠ্যবই নয়, জীবনে আসেন আলোকবর্তিকা হয়ে। গোপালগঞ্জের শিক্ষিকা আজমীরা খানম ছিলেন তেমনই একজন। শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি শুধু শিক্ষক নয়, পরিবারের এক আপনজন। তিনি বিশ্বাস করেন, শিক্ষা শুধু বইয়ের অক্ষর নয়, এটি জীবনের চালিকা শক্তি, যা মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে আজমীরা খানম একটি ভালোবাসার নাম। ব্যবহার, মেধা, ধৈর্য, নম্রতা ও পাঠদানের ব্যতিক্রমী কৌশলের কারণে শিক্ষার্থীরা তাঁকে আপন করে নিয়েছে।

ওই বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক রেশমা আক্তার হাসি, মৃন্ময় বাড়ৈ, বর্তমান শিক্ষক সদানন্দ বিশ্বাস, নাসির আহমেদসহ অন্তত ১০ জন শিক্ষক এবং সাবেক ও বর্তমান ১৫ জন শিক্ষার্থী জানান, আজমীরা খানম বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের এক অনন্য নাম। তিনি বিনয়ী ও মমতাময়ী শিক্ষিকা ছিলেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সঙ্গেই আলাদা সম্পর্ক রয়েছে তাঁর। শিক্ষার্থীদের মনের ভেতরে তিনি প্রবেশ করতে পেরেছেন তাঁর ব্যবহারের জন্য।

এ ছাড়া বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে আজমীরা খানমের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। পাঠদানের ক্ষেত্রে তিনি নিজের সর্বোচ্চটা দিয়েই চেষ্টা করেন।

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রী বর্তমানে বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী অর্পিতা কবির বলেন, ‘গোপালগঞ্জের শিক্ষাঙ্গনে গর্বের সঙ্গে উচ্চারিত এক নাম ‘‘ইংরেজি শিক্ষিকা আজমীরা ম্যাডাম’’। তিনি শুধু পড়াতেন না, আমাদের জীবন গড়তেও বড় ভূমিকা রেখেছেন। যতবারই আমরা প্রশ্ন করতাম, ম্যাডাম ধৈর্য ধরে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অনন্য। তিনি কেবল শিক্ষক হয়ে থাকেননি, ছিলেন বন্ধুর মতো। আমরা ব্যক্তিগত সমস্যাও তাঁর কাছে খুলে বলতে পারতাম। তিনি মন দিয়ে শুনতেন এবং প্রয়োজনমতো সঠিক পরামর্শ দিতেন। পড়ানোর ধরনে ছিল অভিনবত্ব। তিনি গল্প বলার ঢঙে পাঠ দিতেন, নতুন শব্দ শেখাতে ছোট ছোট খেলা খেলাতেন, নাটকের সংলাপ ব্যবহার করাতেন। এতে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ ঠিক হতো এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ত। ফলে ইংরেজি, যা আগে ভয়ংকর মনে হতো, তাঁর ক্লাসে হয়ে উঠত আনন্দময়। আমার নিজের ইংরেজি দক্ষতা গঠনে তাঁর অবদান অপরিসীম। আগে ইংরেজি বলতে ভয় পেতাম, ক্লাসে হাত তুলতেও সংকোচ বোধ করতাম। কিন্তু ম্যাডাম সব সময় উৎসাহ দিতেন ‘‘ভুল হলেও বলো।’’ সেই উৎসাহেই ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। আমাদের কাছে তিনি শুধু সেরা শিক্ষক নন, সেরা মানুষও।’

সাবেকুন নাহার অহনা নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘কিছু মানুষ আছেন যাঁরা জীবনের ঠিক সময়টায় আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান আলো হয়ে। জীবনের পাঠ্যবই যখন দুর্বোধ্য লাগে, তখন তাঁরা শব্দের বাইরেও অর্থ খুঁজে দেন। আমার জীবনে সেই আলোকবর্তিকা হলেন আজমীরা খানম। তিনি কেবল ইংরেজি শেখাননি, মানুষ হতে শিখিয়েছেন। ২০০৬ সাল থেকে ভিন্নধর্মী ও সৃজনশীল শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন, তিনি শুধু সেরা শিক্ষক নন, একজন আদর্শ মানুষও। তিনি চাইতেন আমরা শুধু ভালো শিক্ষার্থী নয়, ভালো মানুষও হই। পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমেও তিনি আমাদের উৎসাহিত করতেন।

‘আজমীরা ম্যামের মানবিকতার পরিসর শুধু আমাকে আবদ্ধ রাখেনি। যে শিক্ষার্থীই সমস্যায় পড়েছে, তিনি সহায়তার দরজা খুলে দিয়েছেন। মুগ্ধকর বিষয় হলো অগণিত ভালো লাগা ও ভালোবাসা সত্ত্বেও তিনি নিরহংকার। সবার অনুভূতির প্রতি তিনি সম্মান দেন। আজও চোখ বুজলেই শুনতে পাই তাঁর বোর্ডে চক ঘষার সেই পরিচিত শব্দ আর সেই কণ্ঠস্বর—যেন ভোরের প্রথম আলো ছুঁয়ে আসা এক নতুন দিনের আহ্বান। সেই সুর আর ঘ্রাণকে আজ ভীষণ মিস করি।

‘স্কুলজীবন পেরিয়ে বহু বছর হয়ে গেছে, তবু আজও দ্বিধা, দুশ্চিন্তা বা অভিমান যখনই জীবনের দরজায় কড়া নাড়ে, আমি ফোন দিই। তিনি আগের মতোই মনোযোগ দিয়ে শোনেন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন এবং ভরসা জোগান।

‘আজমীরা খানম কেবল একজন শিক্ষক নন, তিনি আমার ভাঙাগড়ার সাক্ষী, পথহারা সন্ধ্যার দিকচিহ্ন।’

নুতন শেখ, গোপালগঞ্জ

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

জগদীশ চন্দ্র রায়
প্রধান শিক্ষক
সুব্রত খাজাঞ্চী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর

বিদ্যালয় যেন শিক্ষা-বিনোদনেরও কেন্দ্র

মোটরসাইকেলে চেপে বিদ্যালয়ের উদ্দেশে ছুটছেন প্রধান শিক্ষক। পথে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা হলেই থেমে কুশলবিনিময়, বিদ্যালয়ের ভালো-মন্দ, সন্তানের পড়ালেখা ও স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে আবারও ছুটছেন। বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর আগেই জেনে যান কোনো শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে না আসা, অসুস্থতা বা বেড়াতে যাওয়ার খবর। আবার স্কুল ছুটির পরও বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির সংখ্যা নিয়ে অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করেন, অভিভাকদের মুঠোফোনে খোঁজ নেন, অনেক সময় সশরীর বাড়িতে গিয়েও হাজির হন। সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অভিভাবকদের এভাবেই উদ্বুদ্ধ করে যান তিনি।

এক দশক ধরে এই মহতী কাজ করে সফলতা পেয়েছেন প্রধান শিক্ষক। ওই এলাকায় এখন শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্যের কোঠায়। বিদ্যালয়ে ব্যতিক্রমী পাঠদান, খেলাধুলা ও নির্মল বিনোদনের পাশাপাশি সৌন্দর্যবর্ধন, বৃক্ষরোপণ, শিশুবান্ধব পরিবেশসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এরই মধ্যে বিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে। গত এপ্রিলেই এটি দেশসেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে। শিশুদের স্কুলমুখী করা আর বিদ্যালয়কে শিশুবান্ধব করতে যিনি বড় অবদান রেখেছেন, তিনি হলেন দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার কুশলপুর গ্রামের সুব্রত খাজাঞ্চী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জগদীশ চন্দ্র রায়।

২০১১-১২ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ‘বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন’ প্রকল্প নেয়। সেই প্রকল্পে ২০১৩ সালে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছর, ২০১৪ সালে মাত্র ৩৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হয় ক্লাস।

তখনই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পান জগদীশ চন্দ্র রায়।

জগদীশ চন্দ্র রায় বলেন, 'উপবৃত্তির আওতায় না হওয়ায় তিন মাসের মাথায় ১১ জন স্কুল ছেড়ে চলে যায়। খারাপ লেগেছে কিন্তু হতাশ হইনি, থেমে যাইনি। স্থানীয় অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করি। নির্দিষ্ট সময়ের পরও বিদ্যালয়ে থেকে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে বাগান করাসহ নানা কার্যক্রম শুরু করি। ধীরে ধীরে সুফল পেতে শুরু করি। মাত্র ১০ বছর শেষে বিদ্যালয়ে এখন শিক্ষার্থীসংখ্যা ৩২০। আশপাশের অন্তত ৫-৬ গ্রামের শিক্ষার্থীরা পড়তে আসছে এখানে।'

স্থানীয় অভিভাবক ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়টিকে মনের মতো করে সাজিয়েছেন জগদীশ চন্দ্র। প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করতেই ইট বিছানো পথের দুই পাশে ঝাউগাছের সারি। বিদ্যালয়প্রাচীর, ভবনের দেয়ালের উভয় পাশ এমনকি ভবনের ছাদেও আঁকা হয়েছে বিভিন্ন ফুল, ফল, পশুপাখি, বিশিষ্ট ব্যক্তি, সৌরজগৎ, মানচিত্রের ছবি। প্রতিটি ছবির পাশে বিষয়বস্তুর নাম লেখা হয়েছে বাংলা ও ইংরেজিতে। দেয়ালগুলো যেন একেকটি বইয়ের পাতা হয়ে ধরা দিয়েছে শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের কাছে।

১৯৯৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত বিষয়ে স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন জগদীশ চন্দ্র রায়। এরপর যোগ দিয়েছেন শিক্ষকতা পেশায়। পড়ানোর কাজটি করেন যত্নের সঙ্গে। এ জন্য বিদ্যালয়ে রেখেছেন ইলেকট্রনিক ম্যাজিক স্লেট, বর্ণমালার বাড়ি-গাড়ি, কাঠ ও প্লাস্টিকের খেলনা বর্ণমালা, সংখ্যা, পাজল বই, বিজ্ঞান বক্স, রং চেনার জিওমেট্রিক স্টিকার, ছবি আঁকার সামগ্রী, বিল্ডিং ব্লকস, চাকাযুক্ত খেলনা ইত্যাদি। প্রতি বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় উদ্যোগে সংগীত ও চারুকারুবিষয়ক দুজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

জগদীশ স্যারের প্রাক্তন ছাত্র মিঠুন চন্দ্র বলেন, 'আমরা অনেকে প্রাথমিকের পর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্যারের কাছে গণিত শিখেছি। স্যার এত ভালোভাবে বোঝাতেন যে এখনো গণিতে কোনো সমস্যা হয় না।'

জগদীশ চন্দ্র জানান, ২০১৭ সালে প্রথমবার সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১৫ জন। তাদের প্রত্যেকেই জিপিএ-৫ পেয়েছে। সেবার ২ জন সাধারণ গ্রেডে এবং ১ জন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিও পেয়েছে। শুধু পড়ালেখা নয় ২০১৭ সালে ফুটবল টুর্নামেন্টে জেলা পর্যায়ে রানার্সআপ হয় বিদ্যালয়টি।

এই প্রধান শিক্ষক বলেন, 'প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো শিক্ষার্থীদের ভিত্তি গড়ার জায়গা। আমরা স্কুল ও শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি সময় দিয়েছি, স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতাও পেয়েছি। তাই শিশুদের স্কুলের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এ গ্রামে ঝরে পড়ার হার এখন শূন্য। তবে শিক্ষিত সমাজ গড়তে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবনমানও উন্নত করা দরকার।'

রাজিউল ইসলাম, দিনাজপুর

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

পারভীন আক্তার
সাবেক প্রধান শিক্ষক
গভ. মডেল গার্লস হাইস্কুল
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

পড়াশোনার পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিক্ষাও দরকার

বছর বিশেক আগেও বিদ্যালয়ে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আলোচনা খুব কম হতো। তখন একজন শিক্ষক শুধু পাঠ্যবই নয়, বরং শরীরচর্চা, খেলাধুলা, সুস্বাস্থ্য, মাসিক ও যৌনস্বাস্থ্য সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা শুরু করেন। তিনি নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি শাসনও করতেন, আদরও করতেন। তাঁর উদ্ভাবনী চিন্তা ও নিষ্ঠার ফলে বিদ্যালয়ের মেয়েদের পরিবেশ হয়ে উঠেছিল স্বাস্থ্যকর ও প্রেরণাদায়ী। এতে ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল এবং পুরো বিদ্যালয়ের পরিবেশ বদলে গিয়েছিল। বলছি পারভীন আক্তারের কথা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গভ. মডেল গার্লস হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিষয়ে ওপরের কথাগুলো তাঁর সহকর্মী, বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাই বলেন।

পারভীন আক্তার ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের কান্দিপাড়ার বাসিন্দা ও এ এস এম বাদলের স্ত্রী। তাঁর তিন মেয়ে ও এক ছেলে। পারভীন আক্তার ১৯৭৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাবেরা সোবহান সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ১৯৮০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৮২ সালে একই কলেজ থেকে ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট কোর্স শেষ করেন। এরপর ১৯৮৪ সালের ১ জানুয়ারি গভ. মডেল গার্লস হাইস্কুলে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ২০১৬ সালে তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ২০২০ সালে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পান। ৩৮ বছর সরকারি শিক্ষাজীবন শেষে ২০২২ সালের ১৫ ডিসেম্বর তিনি অবসরে যান। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন, এখন তাঁর চিকিৎসা চলছে।

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

পারভীন আক্তার বলেন, শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত বিষয়ও তাঁর সঙ্গে শেয়ার করত। বয়ঃসন্ধিকালে কেউ ভুলভাবে কোনো সম্পর্কের সঙ্গে জড়ালে তিনি সেটি বোঝাতেন। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের ভালো ফল ও সুনাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংস্কৃতি, খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, বিতর্ক, শারীরিক শিক্ষাসহ সব সহ-শিক্ষাকার্যক্রম অবদান রাখে। কারণ, এসবের কারণে শিক্ষার্থীরা উৎফুল্ল থাকে এবং পড়াশোনায় বেশ মনোযোগী হয়। অন্যদিকে যেসব ছাত্রী আর্থিক সমস্যায় থাকত, বেতনের টাকা থেকে গোপনে অনেক শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতাম।

পারভীন আক্তার বলেন, আমি মুখস্থবিদ্যায় বিশ্বাসী নই। যতক্ষণ না তারা বুঝত, ততক্ষণ আমি পড়া বোঝাতাম। আমি বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক ছিলাম। বিদ্যালয়ের মাঠে খেলাধুলায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময় কাটাতাম। তিনি গর্ব করে বলেন, ‘আমার ছাত্রী মাইমনা মনি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নওরীন সুলতানা লালমনিরহাটের পিটিআইয়ে শিক্ষক, শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক তৌফিকা ইসলাম বর্তমানে জাপানে পিএইচডি ডিগ্রি করছে। আরও অনেকে দেশ-বিদেশে রয়েছে। তাদের নিয়ে আমি গর্বিত।’

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী লালমনিরহাট পিটিআইয়ের পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নওরীন সুলতানা বলেন, ‘পারভীন ম্যাডামই প্রথম আমাদের শিখিয়েছিলেন যে প্রশ্ন করে ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনেক কিছু শেখা যায়। আগে মেয়েদের অনেক বিষয় লজ্জা, ভয় বা সামাজিক ট্যাবুর কারণে আলোচনায় আসত না। কিন্তু ম্যাডাম সেই বাধা ভেঙেছিলেন। তিনি মফস্সলের মেয়েদের বুঝিয়েছিলেন, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া কতটা জরুরি। আমি যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি, তখন তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়েছিল। এই সাহসী ও মানবিক উদ্যোগ শুধু স্কুলের পরিবেশ বদলায়নি, আমাদের আত্মবিশ্বাস গড়ার জন্যও এক শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছিল। তিনি ছিলেন আমাদের অভিভাবক, পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শক।’

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী অনিতা ইসলাম বলেন, ‘পারভীন ম্যাডাম খুব বন্ধুসুলভ ছিলেন।’

শিক্ষক আমিনুল ইসলাম বলেন, তিনি শরীরচর্চার শিক্ষক ছিলেন এবং মেয়েদের খেলাধুলার জন্য প্রস্তুত করতেন। বিদ্যালয়ের জন্য অনেক পুরস্কার জিতেছেন। শুধু খেলাধুলা নয়, শ্রেণিকক্ষে পড়াতেও তিনি ছিলেন খুব দক্ষ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল লতিফ বলেন, তিনি খুব ভালো ও সবার সঙ্গে আন্তরিক ছিলেন। এই স্কুলে তাঁর মতো জনপ্রিয় শিক্ষক আর কেউ ছিলেন না।

শাহাদৎ হোসেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

মো. আলাউদ্দিন
প্রধান শিক্ষক
আলিনগর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়,
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

শিক্ষার্থীরা যাঁর কাছে বন্ধুর মতো

প্রধান শিক্ষক মো. আলাউদ্দিনকে নিয়ে লেখার জন্য প্রথমে দেখা করি গোমস্তাপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মুসাহাক আলীর সঙ্গে। কেননা তাঁকে শত শত প্রধান শিক্ষককে নিয়ে কাজ করতে হয়। মো. আলাউদ্দিন সম্পর্কে মো. মুসাহাক আলী বলেন, চাকরিজীবনে অসংখ্য প্রধান শিক্ষককে নিয়ে কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁদের মধ্যে মো. আলাউদ্দিন সেরা প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম। একজন আদর্শ প্রধান শিক্ষকের মধ্যে যেসব গুণ থাকা দরকার, সবই তাঁর মধ্যে আছে, ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি ও মুঠোফোনে কথা বলে জানা গেল, তিনি ভালো শিক্ষকের চেয়েও বেশি কিছু। বন্ধুর মতো, বাবার মতো, যেন মাথার ওপর বটবৃক্ষের ছায়া। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার সময় বোঝা গেল, সবার কাছেই স্যার ভীষণ প্রিয়। তাঁর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কারও মুখেই দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। সবাই সাবলীলভাবে উচ্ছ্বাস নিয়ে বলে যাচ্ছিল। প্রায় সবার অভিন্ন অনুভূতি, ‘স্যারকে নিয়ে যতই বলি, কম হয়ে যায়। তাঁর গল্প শেষ করার মতো নয়।’

মো. আলাউদ্দিন স্যার প্রিয় শিক্ষকের সম্মাননার জন্য মনোনীত হওয়ার খবর পেয়েই স্কুলে ছুটে এসেছেন প্রাক্তন ছাত্রী মোছা. রায়হানা পারভীন। চেহারায় খুশির ঝিলিক ঝরে পড়ছিল। তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিগত বা পারিবারিক যেকোনো সমস্যায় ছাত্রীদের প্রথম ভরসা স্যার। যেকোনো ছাত্রী নির্দ্বিধায় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে। স্যার মনোযোগ দিয়ে শোনেন, সমাধানের চেষ্টা করেন। প্রয়োজনে শাসন করেন, আবার মেয়ের মতোই আদর করেন। পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র মেয়েদের প্রতি তাঁর খেয়াল সব সময় বেশি। কারও কেডস কেনার

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

সমস্যা, কারও স্কুলড্রেস পুরোনো হয়ে গেছে—সব সমস্যার সমাধান তিনি নিজেই করেন।'

ক্লাসে কোনো ছাত্রীকে ক্লান্ত বা বিষণ্ন দেখলে পরে আলাদাভাবে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে খোঁজ নেন। প্রয়োজনে নিজের পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেন। আর অদম্য মেধাবী গরিব ছাত্রীরা তাঁর বিশেষ নজরে থাকে। বিনা মূল্যে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বই-খাতা, এমনকি যাতায়াত খরচ পর্যন্ত দেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, এসএসসি পাসের পরও তাঁদের উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি নিজে উদ্যোগ নেন।

এবার এসএসসিতে জেলার সর্বোচ্চ নম্বর (১২৬৪) পাওয়া আসিফা তাসনিম মুঠোফোনে জানায়, 'স্যার শুরু থেকেই আমাকে টার্গেট করেছিলেন—এবার সর্বোচ্চ নম্বর পেতেই হবে। আমি মাঝেমধ্যে আস্থা হারালেও স্যার হারাননি। বাড়ি এসে সাহস দিতেন, দৃঢ়ভাবে বলতেন, "অবশ্যই তুমি পারবে"।'

আসিফার মতে, নিজের সাফল্যের চেয়ে স্যারের আনন্দই তার কাছে বড়। 'স্যার আমাদের আগলে রাখেন বটগাছের ছায়ার মতো। তাঁর ভালোবাসার ছায়ার নিচে আজীবন থাকতে চাই।' শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী এবং এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী সাবিয়া আফরিন বলেন, 'বাবা সামান্য চায়ের দোকানদার, এমন পরিবার থেকে উঠে এসে আজ আমি এখানে—সবই স্যারের অবদান। জীবনে যা ভালো শিখেছি, সবই তাঁর কাছ থেকে। স্যারের সবচেয়ে ভালো দিক ছিল, তিনি নতুন কিছু শিখলেই আমাদেরও শেখাতেন। কখনো অ্যাসেম্বলিতে, কখনো ক্লাসে সবাইকে জানাতেন।'

এবার গোল্ডেন জিপিএ-৫ পাওয়া অদম্য মেধাবী সারমিন খাতুন বলেন, 'স্যার আমাকে বিনা খরচে নিজে পড়িয়েছেন, বাড়ি থেকে যাতায়াতের ভাড়া, বই-খাতা, এমনকি স্কুলড্রেস পর্যন্ত স্যারই কিনে দিতেন। তাঁর কারণেই আমি আজ এ ফল করতে পেরেছি। স্যারের প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।'

প্রধান শিক্ষকের কক্ষে ঢুকতেই দেখি, তিনি ডাস্টার হাতে সপ্তম শ্রেণির ক্লাস নিতে বের হচ্ছেন। আমি পিছু নিলাম। পরিচিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের জানালাম—তোমাদের হেডস্যার প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা পাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল হাততালি, যেন থামতেই চায় না। হেডস্যার সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে চাও কি না বলতেই দেখা গেল, ঘরভর্তি শিক্ষার্থীর অধিকাংশই হাত তুলেছে। দু-একজনের কাছ থেকে শুনলাম তাদের অভিজ্ঞতা। একজন বলল, স্যার অভিনব কায়দায় শিখিয়েছিলেন বাংলা বানানে 'ন' ও 'ণ'-এর ব্যবহার, যা মনে গেঁথে আছে।

আনোয়ার হোসেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

মোছা. শাহানাজ পারভীন
প্রধান শিক্ষক
পৌর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ঝিনাইদহ

শিক্ষার্থীদের জন্য একজন পথপ্রদর্শক

সকালে বিদ্যালয়ে ঢুকে নিজ চেয়ারে বসার আগেই ঘুরতে শুরু করলেন প্রধান শিক্ষক শাহানাজ পারভীন। বিদ্যালয়ের পরিবেশসহ খুঁটিনাটি সব বিষয় দেখছেন। ছাদবাগানের গাছগুলোয় পানি দেওয়া হয়েছে কি না, ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কি না, শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, এগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছেন তিনি। একফাঁকে দেখে এলেন শিক্ষক-কর্মচারীর উপস্থিতিও। পরে নিজ চেয়ারে বসে সবাইকে দিনের কর্মসূচির দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন।

ঝিনাইদহ পৌর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মোছা. শাহানাজ পারভীন বিদ্যালয়টিকে ভালোবেসে কাজ করে চলেছেন। তাঁর এই কাজ দেখে অন্য শিক্ষকেরাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তাঁরাও বিদ্যালয়টিকে পাঠদানের উপযোগী করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ৫৪৮ শিক্ষার্থী রয়েছে। বিদ্যালয়ে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।

শাহানাজ পারভীন ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার পোড়াহাটি গ্রামের মো. শরিফুল ইসলাম ও মৃত শাহারা বানুর মেয়ে। তিনি পোড়াহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, সরকারি কেশব চন্দ্র কলেজ থেকে এইচএসসি ও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছেন। তিনি ২০০৯ সালে দরিবিন্নী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। এরপর ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি তিনি ঝিনাইদহ পৌর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি ২০২৪

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন।

শাহানাজ পারভীন বলেন, তিনি প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে বসে প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন না। তিনি শিক্ষার্থীদের বন্ধু হয়ে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেন। তাদের পাশে থেকে জীবন গড়ার কাজে সহযোগিতা করেন। এ কাজে তাঁকে সব সময় সহযোগিতা করেন প্রতিষ্ঠানের অন্য শিক্ষকেরা। মাঝেমধ্যে অভিভাবকদের সহযোগিতা নেন, তাঁরাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেন।

বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক জানান, একজন আদর্শ প্রধান শিক্ষকের প্রতিচ্ছবি একটি বিদ্যালয়। যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মন ও চরিত্র গঠন হয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক শাহানাজ পারভীন শুধু একজন শিক্ষক নন, তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য একজন পথপ্রদর্শক। তিনি সবার আগে বিদ্যালয়ে আসেন, আবার সবার শেষে বাড়ি যান। ক্লাস রুটিন, পাঠদান, পাঠদানের কৌশল নিজে তদারকি করেন। অন্য সব শিক্ষকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইমরান পাঠান জানায়, প্রধান শিক্ষক শাহানাজ পারভীন তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশেন। তাঁর ওপর ভরসা করে যেকোনো সমস্যা নিয়ে তারা ছুটে যায়, সমাধান করে দেন সঙ্গে সঙ্গে। ক্লাসে অমনোযোগী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে তিনি নিয়মিত পরামর্শ দেন। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই শিক্ষার্থীকে কী করলে ভালো হবে, সেটা করার চেষ্টা করেন।

শিক্ষক মাহামুদা মিতা জানান, বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী অর্থের অভাবে ঠিকমতো পড়ালেখা করতে পারছে না, তা তিনি খুঁজে বের করেন। কখনো প্রতিষ্ঠান থেকে সাধ্যমতো সহযোগিতা করেন, আবার কখনো টিউশন ফি কমিয়ে দিয়ে। অনেক কাজ তিনি ব্যক্তিগত অর্থে করেন, যা তিনি কাউকে বুঝতে দেন না। সহযোগিতা নেওয়া ওই শিক্ষার্থী যেন বন্ধুদের সামনে ছোট না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে তিনি কাজ করে যান। তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি প্রতিষ্ঠানে শুধু পড়ালেখার ওপর জোর দেন না, পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাহিত্য আসর, ছবি আঁকা, আবৃত্তি করা, বিজ্ঞানচর্চা করা ও নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বিদ্যালয়ে সততা স্টোর সঠিকভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছেন। যেন এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সততা শিখতে পারে।

শাহানাজ পারভীন বলেন, আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননায় তাঁর নাম এসেছে শুনে তিনি খুবই খুশি। তিনি মনে করেন, এটা তাঁর জীবনে একটি বড় প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি তাঁকে আরও বেশি দায়িত্বশীল করবে।

আজাদ রহমান, ঝিনাইদহ

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

রনজিৎ চন্দ্র দাশ
অধ্যক্ষ
গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, কুমিল্লা

শিক্ষার আলো ছড়ানোর আলোকবর্তিকা

রনজিৎ চন্দ্র দাশ কুমিল্লার লাকসামের একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি প্রমাণ করে চলেছেন—একজন আদর্শ শিক্ষক শুধু শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, তাঁর কর্মপরিধি সমাজজুড়ে বিস্তৃত।

বর্তমানে লাকসামের গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর সুশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থার কারণে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় লাকসাম উপজেলায় প্রথম হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। একই ধারা দেখা গেছে সর্বশেষ প্রকাশ হওয়া এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলেও। রনজিৎ দাশ ১৯৭৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কুমিল্লার লাকসামের চানগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা প্রয়াত রাখাল চন্দ্র দাশ আর মা প্রয়াত নেপালী রানী দাশের পাঁচ ছেলে-মেয়ের মধ্যে সবার ছোট তিনি। স্ত্রী বিউটি মজুমদার লাকসামের দৌলতগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

রনজিৎ চন্দ্র দাশ হরিশ্চর ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৯০ সালে এসএসসি, ১৯৯২ সালে লাকসাম নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৯৪ সালে একই প্রতিষ্ঠান থেকে বিএসসিতে উত্তীর্ণ হন। পরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এমএসসি পাস করেন। মাস্টার্স চলাকালে বাবার মৃত্যুতে পরিবারের দায়িত্ব নিতে ২০০০ সালে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি শুরু করলেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহের কারণে ২০০৩ সালে নাঙ্গলকোটের হেসাখাল বাজার উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর লাকসামের নরপাটি বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের পর বর্তমানে গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ তিনি।

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

প্রাক্তন শিক্ষার্থী সৈয়দা আঞ্জিরুন, এখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে অনার্স শেষ বর্ষে পড়ছেন। তিনি বলেন, ‘রনজিৎ স্যার শুধু পাঠ্যবই নয়, জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করতেন। তিনি গণিত ও বিজ্ঞান পড়াতেন এবং সবকিছুই এমন সাবলীলভাবে বোঝাতেন যে তা আমাদের হৃদয়ে গেঁথে যেত। স্যার বলতেন, “কেবল পাঠ্যবই পড়ে নয়, জীবন ও প্রকৃতি থেকে জ্ঞান আহরণ করো। জীবনে ব্যর্থতা আসবেই, কিন্তু তার থেকে শিখতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে, সবচেয়ে বড় কথা হলো, ভালো ফল করার চেয়ে ভালো মানুষ হও।” স্যারের কথাগুলো সব সময় মেনে চলি।’

ফাতেমা নামের প্রাক্তন শিক্ষার্থী বলেন, ‘একসময় আমি যেকোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ভয় পেতাম। কিন্তু স্যার আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, “ভুল করলে সমস্যা নেই, চেষ্টা না করাটাই আসল ভুল।” তখন থেকে আমি যেকোনো কাজ করতে আত্মবিশ্বাস পাই।’

শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ এমবিবিএস পাস করা হাজেরা খানমের প্রিয় শিক্ষক রনজিৎ দাশ। তিনি বলেন, ‘রনজিৎ স্যার আমার পথপ্রদর্শক। স্যার আমাকে শুধু বইয়ের পাঠই শেখাননি, জীবনের পাঠও শিখিয়েছেন।’

রনজিৎ চন্দ্র দাশ ‘মতামত বাক্স’ স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের মতপ্রকাশের সুযোগ দেন। পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, জবাবদিহি ও শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থীর সমন্বিত ভূমিকার মাধ্যমে তিনি গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের পরিবেশ আমূল পরিবর্তন করেছেন। নাঙ্গলকোটের উরুকচাইল গ্রামের নূরজাহান আক্তার-বাবাহারা, মানসিক ভারসাম্যহীন মায়ের মেয়ে।

মাথার ওপর ছাদটুকুও ছিল না তার। ভবিষ্যৎ যখন তার ঘোর অন্ধকারে ঢাকা, ঠিক তখনই এগিয়ে আসেন রনজিৎ স্যার। পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করেন তিনি। বর্তমানে সপ্তম শ্রেণিতে পড়া নূরজাহান বলে, ‘স্যার আমাকে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আমি পড়াশোনা করে স্যারের স্বপ্ন পূরণ করতে চাই।’ জানা গেছে, রনজিৎ চন্দ্র দাশ শিক্ষার্থীদের জন্য নীরবে কাজ করেছেন, এমন অসংখ্য মানবিক ঘটনা আছে স্যারের জীবনে। প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থীর ফি তিনি পরিশোধ করেন। দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী জানায়, ‘স্যার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ তহবিল তৈরি করেছেন। নিজের বেতনের কিছু অংশও সেখানে দেন এবং অন্য শিক্ষকদের সাহায্য নেন। সবকিছু গোপনে করেন। আমার মতো অনেক শিক্ষার্থী স্যারের সাহায্যে পড়াশোনা করছে।’

আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা কোথায়—প্রশ্নের জবাবে রনজিৎ চন্দ্র দাশ বলেন, ‘আমার শিক্ষার্থীরা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে যেদিন, সেদিনই তো আমার শিক্ষকজীবন সার্থক হবে।’

আবদুর রহমান, কুমিল্লা

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

শেখ মনিরুজ্জামান
প্রধান শিক্ষক
মোবাইদুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
বাগেরহাট

শৃঙ্খলা আর সততায় গড়েন আগামী প্রজন্ম

বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার সম্মানকাঠী গ্রামের এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা শেখ মনিরুজ্জামান আজ এক প্রেরণার নাম। মোবাইদুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মনিরুজ্জামান। তিনি শিক্ষার্থীদের জীবনবোধ, শৃঙ্খলা আর সততা শিখিয়ে গড়ে তুলছেন আগামী দিনের সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে।

শেখ মনিরুজ্জামান মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, ‘সততা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো শিক্ষাই পূর্ণতা পেতে পারে না।’ তাই তিনি শিক্ষার্থীদের বিষয়ে কখনোই শিথিল নন। কেউ স্কুলে দেরিতে এলে কিংবা নিয়ম ভঙ্গ করলে তিনি তুচ্ছ মনে করেন না। তিনি বলেন, ‘আজ যে শিক্ষার্থী দেরিতে স্কুলে আসে, কর্মজীবনেও সে প্রতিষ্ঠানে দেরিতে যাবে।’ তিনি চালু করেছেন প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা প্রোফাইল। সেখানে শুধু ফলাফল নয়, শিক্ষার্থীর আচরণ, সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম থেকে অপরাধও লেখা থাকে। ফলে প্রতিটি শিক্ষার্থী বুঝতে শেখে—শিক্ষা শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, এটা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা ও সততার সঙ্গে যুক্ত।

প্রধান শিক্ষক হওয়ার পর থেকে অভিনব নানা উদ্যোগ নিয়েছেন মনিরুজ্জামান। প্রতিটি ক্লাসে চালু করেছেন ‘খুদে ডাক্তার কার্যক্রম’। এই কার্যক্রমে কিছু শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কেউ অসুস্থ হলে এগিয়ে আসে তারাই। জরুরি প্রয়োজনে হাসপাতালে নেওয়া বা বাসায় পৌঁছে দেওয়ার

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

ব্যবস্থাও করে এই খুদে ডাক্তাররা। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ই দেখা গেল, অষ্টম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থী এসে জানাচ্ছে যে তারা এক সহপাঠীকে হাসপাতাল থেকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছে।

শেখ মনিরুজ্জামান 'ইউজার্স' নামে একটি গ্রুপ তৈরি করেছেন। এই গ্রুপ ক্লাসরুম, মাঠ, টয়লেট—সব জায়গার পরিচ্ছন্নতা তদারক করে। মেয়েশিক্ষার্থীদের জন্য নিশ্চিত করেছেন স্যানিটারি ন্যাপকিন ও হাইজিন সুবিধা।

এ ছাড়া নিয়মিত বিজ্ঞান ক্লাব, কিশোর-কিশোরী ক্লাব, সততা সংঘ, স্কাউটিং ও গার্ল গাইডস কার্যক্রম চালু রয়েছে। নিয়মিত হয় অভিভাবক ও শিক্ষকের মিটিং। ১৯৭০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর জন্ম শেখ মনিরুজ্জামানের। বাবা স্বাস্থ্য পরিদর্শক ছিলেন, তাই গ্রামে দাদা-চাচাদের সঙ্গে বড় হয়েছেন। চার ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড় মনিরুজ্জামান। স্ত্রী ফেরদৌসী আক্তার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

১৯৯২ সালে স্থানীয় এস এম মাহবুবর রহমানের হাত ধরে তিনি 'আদর্শ শিশু একাডেমি' নামের একটি কিন্ডারগার্টেন শুরু করেন। বছর না ঘুরতেই স্কুলের দায়িত্ব আসে তাঁর কাঁধে। ২০০২ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে শুরু করেন নতুন পথচলা, যেটি আজকের মোবাইদুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

শুরুতে 'আদর্শ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়' হিসেবে যাত্রা করা প্রতিষ্ঠানটি ২০০৭ সালে প্রথমবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। ধীরে ধীরে এটি জেলার অন্যতম সেরা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। শিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য তিনি চালু করেছেন নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও ক্লাস পর্যবেক্ষণ। একজন শিক্ষকের ক্লাস থেকে অন্য শিক্ষকেরাও যাতে শিখতে পারেন—এমন পরিবেশ তৈরি করেছেন। খেলাধুলা, সংগীত, বিতর্কের মতো কার্যক্রমের জন্য নিয়মিত শিক্ষকের পাশাপাশি নিয়োগ করেছেন খণ্ডকালীন শিক্ষক—এগুলো শিক্ষার্থীদের বহুমুখী বিকাশ ঘটাতে সহায়ক। বিদ্যালয়ে হাতে-কলমে শিক্ষার পরিবেশও তৈরি করেছেন তিনি। শেখ মনিরুজ্জামান শুধু দিনে নয়, রাতেও শিক্ষার্থীদের খোঁজ রাখেন। রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত তিনি নিয়মিত শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান। সব তথ্য নিজের নোটে সংরক্ষণ করেন তিনি।

শেখ মনিরুজ্জামান বলেন, 'পড়াশোনা সার্টিফিকেট তৈরির জন্য নয়, এখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব।' কোনো ছুটির দিন নেই তাঁর। প্রয়োজনে শুক্র-শনিবারও বিদ্যালয়ে আসেন। তাঁর চোখে একটাই স্বপ্ন—'শিক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষায় ভালো করবে না, তারা হবে আলোকিত মানুষ।'

ইনজামামুল হক, বাগেরহাট

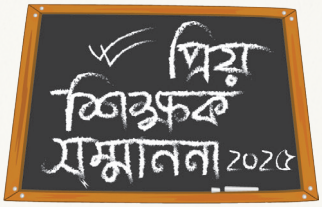

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

IPDC FINANCE | প্রথম আলো

এক নজরে

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২০২৫

১৭ জুন ২০২৫ রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে 'আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫'-এর সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস ও *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান।

১৩টি আঞ্চলিক সুধী সমাবেশ

এই আয়োজনে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সুধীজন, চিকিৎসক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, প্রকৌশলী, কবি-সাহিত্যিক, লেখক, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অঞ্চল	ভেন্যু	অনুষ্ঠানের তারিখ
চট্টগ্রাম	আর্ট গ্যালারি মিলনায়তন, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চট্টগ্রাম	৪ আগস্ট ২০২৫
কুমিল্লা	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা কেন্দ্র	৮ আগস্ট ২০২৫
যশোর	যশোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তন, যশোর	
ফরিদপুর	ফরিদপুর জিলা স্কুল মিলনায়তন, ফরিদপুর	৯ আগস্ট ২০২৫
বরিশাল	এবিসি ফাউন্ডেশন মিলনায়তন, বরিশাল	
নারায়ণগঞ্জ	আলী আহাম্মদ চুনকানগর পাঠাগার ও মিলনায়তন, নারায়ণগঞ্জ	
রংপুর	রায়ানস হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, ধাপ, লালকুঠি রোড, রংপুর	১০ আগস্ট ২০২৫
খুলনা	আর্টইয়ার্ড, উল্লাস পার্ক, খুলনা	১১ আগস্ট ২০২৫
বগুড়া	হোটেল অ্যানেক্স সুইটস (২য় তলা), বগুড়া	
সাভার	সাভার বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তন, সাভার	
ময়মনসিংহ	আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি, ময়মনসিংহ শাখা, ৬৫ মোমেন টাওয়ার, ৪র্থ তলা, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ	১২ আগস্ট ২০২৫
গাজীপুর	গাজীপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তন, গাজীপুর	
সিলেট	নজরুল একাডেমি, জিন্দাবাজার, সিলেট	১৪ আগস্ট ২০২৫

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

মনোনয়নের সময়

৮ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হয়।

মনোনয়ন জমার তথ্য

মোট মনোনয়ন ২৬৬২টি

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক : ৪৭২

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক : ২১৯০

জুরিবোর্ড সভা

২৬ আগস্ট ২০২৫ জুরিবোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২০২৫

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

আঞ্চলিক সুধী সমাবেশ ২০২৫

খুলনা

কুমিল্লা

গাজীপুর

আঞ্চলিক সুধী সমাবেশ ২০২৫

চট্টগ্রাম

নারায়ণগঞ্জ

ফরিদপুর

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

আঞ্চলিক সুধী সমাবেশ ২০২৫

বগুড়া

বরিশাল

ময়মনসিংহ

আঞ্চলিক সুধী সমাবেশ ২০২৫

যশোর

রংপুর

সাভার

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

আঞ্চলিক সুধী সমাবেশ ২০২৫

সিলেট

ফিরে দেখা

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০১৯

প্রিয় শিক্ষক ২০১৯

জগদীশ চন্দ্র ঘোষ
সাবেক শিক্ষক
ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয়
ফরিদপুর

তারাপদ দাস
সাবেক শিক্ষক
যশোর সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন
যশোর

নাছিমা আক্তার
প্রধান শিক্ষক
বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা
উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

নিরুপা দেওয়ান
সাবেক প্রধান শিক্ষক
রাঙামাটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়
রাঙামাটি

মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিন
প্রধান শিক্ষক
রণসিংহপুর সরকারি প্রাথমিক
বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

মো. আব্দুস সালাম
সাবেক শিক্ষক
৩০ নম্বর আলীপুর সরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা

আবুল হাশেম মিয়া
শিক্ষক
আউলিয়াবাদ মাজার দাখিল
মাদ্রাসা, টাঙ্গাইল

মো. আসাদুল কবির
প্রধান শিক্ষক
কাড়াপাড়া শরৎচন্দ্র মাধ্যমিক
বিদ্যালয়, বাগেরহাট

মো. নূরুল আলম
সাবেক প্রধান শিক্ষক
শিবরাম আদর্শ সরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাইবান্ধা

মো. শাহজাহান কবীর
প্রধান শিক্ষক
ফতেহপুর কেজি বহুমুখী
উচ্চবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

লুৎফুন্নিছা খানম
সহকারী শিক্ষক
জামালখান কুসুমকুমারী
সিটি করপোরেশন বালিকা
উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

সফিক উল্যা
সাবেক প্রধান শিক্ষক
আগ্রাবাদ সরকারি কলোনি
উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২০

প্রিয় শিক্ষক ২০২০

আফরুজ জাহান বেগম
সাবেক জ্যেষ্ঠ শিক্ষক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হাইস্কুল
ময়মনসিংহ

দেবী রানী দাশ
সাবেক প্রধান শিক্ষক, গোকর্ণ পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মোসা. করিমা খানম
সাবেক প্রধান শিক্ষক
দামুড়হুদা মডেল সরকারি বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা

রহিমা খাতুন
জুনিয়র মৌলবি
আউলিয়াবাদ মাজার দাখিল মাদ্রাসা, টাঙ্গাইল

শাহনাজ কবীর
প্রধান শিক্ষক
এস ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ

মো. আবদুর রশিদ
সাবেক সহকারী শিক্ষক
ঝিকরগাছা সরকারি এম এল মডেল হাইস্কুল, যশোর

মো. আবুল হোসেন
সহকারী প্রধান শিক্ষক
কুমিল্লা মডার্ন স্কুল
কুমিল্লা

মো. জমিউল করিম
সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক
পিরিজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
রাজশাহী

মো. ফয়েজ আহমদ
সাবেক সহকারী শিক্ষক
কাহারিয়াঘোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কক্সবাজার

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২১

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২১

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

প্রিয় শিক্ষক ২০২১

আবদুস সাত্তার
প্রধান শিক্ষক
১২৯ দক্ষিণ সখীপুর সিকদারবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শরীয়তপুর

এস এম শাহাবুদ্দীন
সাবেক সহকারী শিক্ষক
ঘুগরাকাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুলনা

তাপস মজুমদার
জ্যেষ্ঠ শিক্ষক
গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল
ময়মনসিংহ

মিতালী প্রভা দে
সহকারী শিক্ষক
গোরকঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহেশখালী, কক্সবাজার

মো. আবুল কালাম আজাদ
সাবেক প্রধান শিক্ষক
খলিলুর রহমান উচ্চবিদ্যালয়
নোয়াখালী

মো. ছিদ্দিকুর রহমান
সহকারী শিক্ষক
ইন্দুরদী উচ্চবিদ্যালয়
রাজবাড়ী

মো. শফিয়ার রহমান
সাবেক সহকারী শিক্ষক
রংপুর জিলা স্কুল
রংপুর

মো. হায়দার আলী
সহকারী শিক্ষক
দিয়াড় গাড়ফা খৈরাশ (ডি কে) উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর

রওশন আরা বেগম
সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক
বগুড়া জিলা স্কুল
বগুড়া

শাহনাজ পারভীন
সহকারী শিক্ষক
উপজেলা সদর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
শেরপুর, বগুড়া

শ্রীবাস চন্দ্র বিশ্বাস
প্রধান শিক্ষক
শালিখা থানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মাগুরা

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২২

প্রিয় শিক্ষক ২০২২

জানাত আরা বেগম
জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক
মোস্তফা বেগম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

দীপক রঞ্জন দাস
প্রধান শিক্ষক
দাসের বাজার উচ্চবিদ্যালয়,
বড়লেখা, মৌলভীবাজার

দীপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সাবেক প্রধান শিক্ষক
ভিক্টোরিয়া উচ্চবিদ্যালয়
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

নূরুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ শিক্ষক
ঈদগাহ্ আদর্শ শিক্ষা নিকেতন
ঈদগাঁও, কক্সবাজার

মোছা. ফৌজিয়া হক বীথি
সহকারী শিক্ষক
বেলকুচি সরকারি প্রাথমিক
বিদ্যালয়, ধুনট, বগুড়া

জহুরুল হক চৌধুরী
সাবেক প্রধান শিক্ষক
তালুকজামিরা দ্বিমুখী
উচ্চবিদ্যালয়, পলাশবাড়ী,
গাইবান্ধা

মো. তউহীদুল ইসলাম সরকার
জ্যেষ্ঠ শিক্ষক
লালমনিরহাট সরকারি বালিকা
উচ্চবিদ্যালয়, লালমনিরহাট

মো. ফজলুর রহমান
প্রধান শিক্ষক
ঈদগাহ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়
দিনাজপুর

IPDC FINANCE | প্রথম আলো

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

www.priyoshikkhok.com